বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় গাংনীতে দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় মেহেরপুরের গাংনীতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে গাংনী মহিলা কলেজ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গাংনী মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম। সঞ্চালনায় ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু সায়েম পল্টু।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন „মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক জেলা সভাপতি আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মুরাদ আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, গাংনী মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নাসিরুদ্দিন, করমদি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এমদাদুল হক, তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলাম, মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোকাদ্দেছুর রহমান, গাংনী পাইলট মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি মেহেরপুর জেলা শাখার সম্পাদক আল হেলাল এবং গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি জামাল হোসেন। গাংনীর বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকবৃন্দও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোটের আহ্বায়ক ও গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমজাদ হোসেন বলেন, যে দেশগুলো শিক্ষায় উন্নত হয়েছে, বিএনপি ক্ষমতায় এলে আমরা সেই ধরনের উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু করব। আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারলে জীবনমান উন্নয়ন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করবো। শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যার সমাধানে কাজ করবো।

তিনি আরও বলেন, ভারতের বই ছাপানো বা তাদের কথামতো শিক্ষা নয় আমরা বিশ্বের উন্নত দেশের শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করবো। টেকসই শিক্ষা ব্যবস্থা চাইলে মানসম্মত শিক্ষক তৈরি ও তাদের সমস্যার সমাধান জরুরি।

খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, আমার মা খালেদা জিয়া সারা জীবন দেশের জন্য কাজ করেছেন। আজ তিনি শারীরিকভাবে সংকটাপন্ন। তার জন্য সবাই দোয়া করবেন।তিনি জানান, খালেদা জিয়ার আশীর্বাদে তিনি আগামী সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী হতে পেরেছেন।

আলোচনা সভা শেষে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন করমদি ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হাফেজ কামাল হোসেন।

দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলে পকেট কমিটি ও অছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুতুল দাহ করেছে কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা কমিটি গঠনকারীদের

কুশপুতুল দাহ করেন। তারা অভিযোগ করেন, নিয়মিত ছাত্রদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এ কমিটি বাতিল না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পকেট কমিটি দিয়ে ছাত্ররাজনীতি চলতে পারে না।
তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শোয়েব আক্তার, আসিফ হাসান, সাফায়েত জামাল পাপ্পু, নাফিজ ইকবাল খান, অমিন, ইমন, রুপন, উৎসব, আরমান, সিদাত, শিবলী, আনারুন, আফ্রিদি, তৌহিদ, রমজানসহ দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী।

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতার জন্য দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যর জন্য দর্শনা পৌর বিএনপির আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাহফিলটি দর্শনা পৌর বিএনপির একটি কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, যার সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা মালেক মন্ডল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়া একজন দেশের মা, যিনি বিগত সরকারের নানা অত্যাচারের স্বীকার হয়েও দেশের মানুষের কথা ভেবে দেশ ত্যাগ করেননি। তিনি ব্যক্তিগত কষ্ট ও নিযার্তনের মধ্যেও দেশের জন্য অদম্য নেতৃত্ব প্রদর্শন করেছেন।

দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা পুরাতন বাজার জামে মসজিদের পেশ ইমাম নুরুল ইসলাম। এছাড়া পৌর এলাকার বিভিন্ন মসজিদেও বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করা হয়েছে।

এসময় মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন যুবদলের নেত্রী, বিএনপির আব্দুল জলিল, শাহাজাহান আলী, আরিফ, রবিউল ইসলাম হেবা এবং অসংখ্য নেতা ও কর্মী। দোয়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাবেক ছাত্রদল নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

ধানের শীষে ভোট দিলে দেশের মানুষ প্রকৃত মালিকানা ফিরে পাবে

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি, বিজিএমইএ সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ মাহমুদ হাসান খান বাবু দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের দেউলী, চিৎলা, বদনপুর, মুক্তারপুর ও হাতভাঙ্গায় পথসভা করেছেন। গতকাল শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি দলীয় অবস্থান, গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এলাকার উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতি নিয়ে কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, “হাজার মাইল দূর থেকে যদি বিএনপির মতো এতবড় একটি দলকে জুলুম ও নির্যাতনের পরও ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়, একই ছাতার নিচে রাখা যায়, তবে আমরা যদি তারেক রহমানকে ভোটের মাধ্যমে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী করতে পারি, তাহলে দেশের মানুষ তাদের রাষ্ট্র মালিকানা, গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটের অধিকার সবকিছু ফিরে পাবে। দেশের জনগণই দেশের প্রকৃত মালিক এবং সেই মালিকানা ফিরে পাবে।”

তিনি আরও বলেন, পাঁচ বছর পরপর নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জনগণ নিজের ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারবে। সর্বশেষ তিনি আগামী ২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা মহিলা সভানেত্রী সালমা জাহান পারুল, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, সোহেল রানা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুল রহমান সবুজসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির উত্তর শাখা কার্যালয় উদ্বোধন

মেহেরপুরে পৌর বিএনপির (উত্তর) নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজ সড়কে এই কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুর রহীম, হাজী ফজলু খান, হাবীব ইকবাল, কামরুজ্জামান বাবু, মিজানুর রহমান মিজা, মফিজুল ইসলাম, শাহ ইসলামসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

আলমডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ তিন বিএনপি নেতা গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্র, অবিস্ফোরিত ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ সাবেক ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আব্দুল হান্নানসহ তিন বিএনপি নেতাকে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী।

গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প কমান্ডার মেজর রাফিদুল ইসলাম প্রামাণিক।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া এলাকার মৃত বদর উদ্দীনের ছেলে আব্দুল হান্নান (৪৫), রবিউল ইসলামের ছেলে শামিম হোসেন (৪৭) ও মনিরুল ইসলামের ছেলে লাল্টু রহমান (৪০)। তারা তিনজনই বিএনপি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি অবিস্ফোরিত ককটেল বোমা, ৩টি ফালা, ১টি হরিণের চামড়া ও ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকালে আটকৃত তিন আসামিসহ উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নাশকতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ব্যক্তি ছত্রপাড়া এলাকায় দেশীয় অস্ত্র ও ককটেলসহ অবস্থান করছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৭টি দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ২টি ককটেল বোমা, ৩টি ফালা ও ১টি হরিণের চামড়া উদ্ধার করে যৌথবাহিনী। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, দেশীয় অস্ত্র, ককটেল ও হরিণের চামড়াসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে তাদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

মেহেরপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে মহিলা দলের উঠান বৈঠক

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল জেলা শাখার উদ্যোগে ১ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও ঘোষপাড়ায় উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নের সভাপতিত্বে প্রধান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আপনারা যারা ১০ কেজি চাল, মাতৃভাতা, বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা বা এক টুকরো জমির জন্য কষ্ট করেছেন আমরা সেই কষ্ট দূর করবো। আগামী দিনে কোনো গরিব মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না। গরিব মানুষকে পৌরসভায় যেতে হবে না; পৌরসভাই গরিব মানুষের কাছে যাবে।

তিনি আরও বলেন, দশ কেজি চালের জন্য কাউকে আর ব্যাগ হাতে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। আমাদের সরকার নিজেই মানুষের দোরগোড়ায় সহায়তা পৌঁছে দেবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারি ফারুক, জেলা মহিলা দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি বেদানা আক্তার পলি, সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিমা খাতুন, নেত্রী ফিরোজা আক্তার পপি, বিউটি, রঞ্জনা, মল্লি, কল্পনা, শেফালী, তানিয়া, লিনা, মারিয়া প্রমুখ।

উঠান বৈঠকে নেত্রীরা বিএনপির কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং তৃণমূল নারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে মিছিলটি পুনরায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মীর গোলাম ফারুক, সাবেক আইনবিষয়ক সম্পাদক আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপুসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি জানিয়ে স্লোগান দিতে থাকেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার

দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

বক্তারা অভিযোগ করেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই গাংনীসহ জেলায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। তার প্রতি দলের নেতা-কর্মীদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন না দেওয়া অন্যায় হয়েছে বলে দাবি করেন তারা।

জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি চলবে বলে জানান নেতারা। তারা বলেন, দলের চূড়ান্ত মনোনয়নে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের নাম অন্তর্ভুক্ত না করা হলে আন্দোলন আরও বেগবান করা হবে।

যে প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্ভব নয়, তা দেব না

ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না বলে জানিয়েছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। গতকাল বুধবার বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের ১০টি স্থানে পথসভা করেন তিনি। এসময় বাবু খান এ কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ওই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না যেটা পালন করতে পারব না। যেমন বেহেশতের টিকিট দেওয়া। এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব না। কারণ আমরা জানি, এখানে যারা নেতারা আছেন, আমিসহ আমার কর্মী-সমর্থক এবং আপনারাও অনেকেই জানেন এটা পালন করা সম্ভব না। আমরা ওই প্রতিশ্রুতি দেব না। আমরা কী প্রতিশ্রুতি দেব?… আপনার সন্তান লেখাপড়া শেষ করলে বেকার থাকবে না এই প্রতিশ্রুতি আমরা দেব। আমরা এই প্রতিশ্রুতি দেব যে এখানে অনেক দিন ধরে হাসপাতাল হওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে, তবে হয়নি। আপনাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এখানে যাতে ৫০ শয্যার হাসপাতাল করা যায় সেই উদ্যোগ আমরা নেব। এছাড়া রাস্তা-ঘাট ও অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করব। আমরা কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়েও কাজ করব।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আরও বলেন, যতগুলো কৃষি প্রধান জেলা আছে, তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা অন্যতম। এখানে শুধু ধান, পাট, ভুট্টা, আখ এসব সাধারণ ফসলই হয় না; হয় ব্যতিক্রমী ফসলও। ফুলের চাষ হয়, ফলের চাষ হয়। পেয়ারা তো আমাদের কাছে পুরোনো বিষয়। এখন কমলা, মাল্টা, ড্রাগন, স্ট্রবেরি এমনকি আঙুরেরও চাষ হচ্ছে। এটা সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনার ফল। অন্য কোনো জেলায় এভাবে হয় না। এটাকে আরও উন্নত করতে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি চুয়াডাঙ্গায় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হবে। এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে, উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এসময় বিএনপির ৩১ দফার প্রসঙ্গ টেনে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, বাংলাদেশের মানুষের যা যা প্রয়োজন সবই বিএনপির ৩১ দফার মধ্যে রয়েছে। ভবিষ্যতে যদি এমন কোনো প্রয়োজনীয় বিষয় আসে যা ৩১ দফার মধ্যে নেই সেটিও যোগ করা হবে। বিএনপি জনগণের কথা ভাবে। জনগণের

কথা ভাবার কারণেই আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েও কখনো পিছিয়ে যাননি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সহসভাপতি আব্দার আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, বেগমপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. আশাবুল হক, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজিজুল হক, বিএনপি নেতা মো. জিল্লুর রহমান প্রমুখ।